পোষাক ও পর্দা

পোষাক ও পর্দা

পোষাক ও পর্দা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

পোষাক ও পর্দা

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১৫২

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

اللباس والحجاب

تأليف : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ

যুলহিজ্জাহ ১৪৪৪ হি./ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ জুলাই ২০২৩ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৮০ (আশি) টাকা মাত্র

POSHAK O PARDA (Dress & Hijab) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Mob : 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. www.hadeethfoundationbd.com.

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের ভূমিকা	০৬
১ম অধ্যায় : পোষাক	
পোষাক কি ও কেন	০৯
পোষাকের উৎস	১০
পোষাক পরিধানের মূলনীতি সমূহ	১১
বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা	১৩
পুরুষের সতর	১৩
পুরুষের পোষাক	১৪
নারীর সতর	১৪
নারীর হিজাব	১৪
পোষাকের রং	১৬
সাদা পোষাক : বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে	১৭
একটি ঘটনা	১৮
পুরুষ মাটি থেকে এবং নারী পুরুষ থেকে সৃষ্ট	১৯
নগ্ন করা শয়তানের প্রথম কাজ	২১
সুন্দর পোষাক পরা ও অশ্লীলতা হ'তে দূরে থাকা	২২
পোষাক পরিধানের নিয়ম	২৩
নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য	২৪
মস্তকাবরণ	২৪
পাগড়ীর ফযীলত বিষয়ে বাড়াবাড়ি	২৬
পুরুষের ছালাতের পোষাক	২৭
নারীর ছালাতের পোষাক	২৮
হিজাব ও নিক্বাব	২৯
নারীর বাইরে যাবার পোষাক	৩০
১০টি উপদেশ	৩৩
১. পুরা দেহকে আবৃত রাখা	৩৩
২. গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ না করা	৩৪

৩. পাতলা পোষাক পরিধান না করা ৩৫
৪. নরম ও দেহের সাথে লেগে থাকা পোষাক হ'তে বিরত থাকা ৩৬
৫. বাইরে যাবার সময় নারীর সুগন্ধি না মাখা ৩৭
৬. কাফের-মুশরিকদের বিপরীত করা ৩৮
৭. ইহূদী-নাছারাদের বিপরীত করা ৪১
৮. নারী ও পুরুষের পোষাক পরস্পরের সদৃশ না হওয়া ৪৩
৯. আল্লাহ্র সৃষ্টিতে পরিবর্তন না ঘটানো ৪৪
১০. প্রসিদ্ধির পোষাক পরিধান না করা ৪৫
নারী ও পুরুষ পরস্পরের জন্য পোষাক ৪৬

পরিশিষ্ট

১. চুল ৪৮
চুল আঁচড়ানোর উপকারিতা ৪৮
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চুলের গুরুত্ব ৪৯
পরচুলা লাগানো ৫০
২. দাড়ি ৫২
এক মুষ্ঠি দাড়ি ৫৪
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দাড়ি রাখার গুরুত্ব ৫৫
৩. দন্ত পরিচর্যা ৫৬
৪. আংটি পরিধান ৫৭

২য় অধ্যায় : পর্দা

নারী ও পুরুষের মধ্যে পর্দা ৫৯
আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা ৬০
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ৬০
মুমিন নারীদের উপর আয়াতটির প্রভাব ৬১
সংযত দৃষ্টিতে সুরক্ষিত থাকে গর্ভস্থ ভ্রূণ ৬১
প্রকাশ্য ও গোপন পর্দা ৬৩
পর্দা ফরযের কুরআনী দলীল সমূহ ৬৬
পর্দা ফরযের পক্ষে হাদীছের দলীল সমূহ ৬৯
মাহরাম থেকে পর্দা ৭২

হিজড়া থেকে পর্দা ৭২
কণ্ঠস্বরের পর্দা ৭৩
পর্দা খোলা কখন ও কতটুকু জায়েয ৭৫
ফিৎনা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উৎস ৭৬
দৃষ্টি সংযত রাখার উপকারিতা ৭৬
দৃষ্টিকে সংযত না রাখার অপকারিতা ৭৯
অন্য জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন ৮০
সাদৃশ্য অবলম্বনের প্রভাব ৮০
পরপুরুষের সাথে মুছাফাহা ৮১
সুস্থ সমাজের পূর্বশর্ত ৮২
পর্দা না করার ক্ষতিসমূহ ৮৩
বিগত ৬টি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি ৮৪
লূত (আঃ)-এর কওমের পরিণতি ৮৪
গযবের বিবরণ ৮৬
ধ্বংসস্থলের বিবরণ ৮৬
বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা ৮৭
হিজাবের কল্যাণকারিতা ৮৮
পাঁচটি কারণে পাঁচটি ৯০
জাহান্নামের দু'টি দল ৯১
রাশিয়ার একটি দৃষ্টান্ত ৯৩
নারীদের জন্য পৃথক ও নিরাপদ শিক্ষা ও কর্মস্থল নিশ্চিত করা ৯৪
নিজেকে ও নিজ পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান! ৯৪
বিশ্বব্যাপী অশান্তির কারণ ৯৫
ধ্বংস থেকে বাঁচার পথ ৯৬
পর্দা : বন্দিত্ব নয় স্বাধীনতা ১০০
পর্ণোগ্রাফী নিষিদ্ধ করুন! ১০১
আমাদের কর্তব্য ১০৪
উপসংহার ১০৪

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

লেখকের ভূমিকা (مقدمة المؤلف)

জীবজগতের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে সম্মানিত সৃষ্টি *(বনু ইস্রাঈল-মাক্কী ১৭/৭০)*। তাই অন্যান্য প্রাণী নগ্ন দেহে থাকলেও মানুষ থাকে সর্বদা পোষাকাবৃত। বলতে কি 'পোষাকেই মানুষ। নইলে সে বনমানুষ' (النَّاسُ بِاللِّبَاسِ وَإِلاَّ كَالنَّسْنَاسِ)। প্রাণীকুলকে আল্লাহ নর ও নারীতে বিভক্ত করে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য পরিপূরক এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট। উভয়ের মিলনেই মানুষের বংশ বৃদ্ধি হয়। যদিও উভয়ের দেহ সৌষ্ঠব, রুচি ও আচরণ পৃথক। আর এই পার্থক্যের কারণেই তাদের পোষাকও পৃথক। একটি ছোট্ট শিশুও এ পার্থক্য বুঝে। দেখা যায়, তিন বছরের ছোট্ট কন্যা শিশুটি তার সমবয়সী যমজ ভাইয়ের পোষাক পরে না। আবার ভাইটিও তার বোনের পোষাক পরে না। মেয়েটি সর্বদা খেলনা দিয়ে ঘর সাজায়। অন্য দিকে ছেলেটি ঘর-বাড়ি দাপিয়ে বেড়ায়। মেয়েটি মায়ের আঁচলে মুখ লুকায়। ছেলেটি বাপের সাথে বাইরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়। মেয়েটি রান্নার হাড়ি-পাতিল নিয়ে ব্যস্ত। ছেলেটি গাড়ীর খেলনা নিয়ে বিভোর। এই ঘরমুখী ও বহির্মুখী স্বভাবগত পার্থক্য উভয়ের মধ্যে সারা জীবন থাকে। এই পার্থক্যকে সামনে রেখেই তাদের পোষাক ও পর্দা নির্ধারিত হয়।

পরিশেষে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ এবং তার সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। স্ব স্ব ইখলাছ অনুযায়ী আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পারিতোষিক দান করুন! সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা এবং সৎকর্মশীল পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী — বিনীত

২০ শে জুলাই ২০২৩ বৃহস্পতিবার। — -লেখক।

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُّوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا،
وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ،
ذَالِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ-

‘হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক নাযিল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে এবং নাযিল করেছি বেশ-ভূষার উপকরণ সমূহ। তবে আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(আ‘রাফ-মাক্কী ৭/২৬)*।

الجزء الأول

اللباس

১ম ভাগ

পোষাক

بسم الله الرحمن الرحيم

পোষাক কি ও কেন (اللباس ما هو ولما هو) :

‘পোষাক’ বলতে সেই বস্তুকে বুঝায় যা লজ্জাস্থান সহ মানুষের দেহকে আবৃত করে। যাতে সে স্বচ্ছন্দচিত্তে ও স্বাভাবিকভাবে তার কর্তব্য-কর্মসমূহ সম্পাদন করতে পারে। সেরা সৃষ্টি হিসাবে আল্লাহ মানুষের জন্য সর্বোত্তম পোষাক নির্ধারণ করেছেন এবং এজন্য তিনি স্থায়ী বিধান নাযিল করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ-

‘হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক নাযিল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে এবং নাযিল করেছি বেশ-ভূষার উপকরণ সমূহ। তবে আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(আ‘রাফ-মাক্কী ৭/২৬)*।

অত্র আয়াতে পোষাক নাযিলের কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন (১) মানুষের জন্য সর্বাবস্থায় পোষাকাবৃত থাকা ওয়াজিব। (২) ‘পোষাক নাযিল করেছি’ বলার মাধ্যমে পোষাকের উপকরণ নাযিল করেছি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গাছের তুলা এবং গবাদিপশুর লোম ও পশম ইত্যাদি। (৩) ‘বেশ-ভূষা’ বলে সৌন্দর্যমণ্ডিত পোষাক বুঝানো হয়েছে। (৪) ‘আল্লাহভীতির পোষাক’ বলে লজ্জাশীলতা, সৎকর্ম, সচ্চরিত্রতা প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। কবি বলেন,

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنَ التُّقَى ... تَقَلَّبَ عُرْيَانًا وَإِنْ كَانَ كَاسِيًا

وَخَيْرُ لِبَاسِ الْمَرْءِ طَاعَةُ رَبِّهِ ... وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا

‘যখন মানুষ আল্লাহভীতির পোষাক পরিধান করে না
তখন সে হয়ে পড়ে নগ্ন। যদিও সে থাকে পোষাক পরিহিত।
আর মানুষের সর্বোত্তম পোষাক হ’ল তার প্রতিপালকের আনুগত্য।
নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে আল্লাহ্র অবাধ্য।

পোষাকের উৎস (مصدر اللباس) :

পোষাকের উৎস হ’ল তুলা। যা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ভূমিতে উৎপন্ন হয়। অতঃপর তুলা গাছ থেকে শিমুল তুলা বা কার্পাস তুলা সংগ্রহ করে শিল্পীরা সূতা তৈরী করেন। সেই সূতা দিয়ে আরেকদল কারিগর কাপড় তৈরী করেন। অতঃপর আরেকদল শিল্পী নানা রংয়ের ছাপ দিয়ে ও আয়রণ করে সেটি বাজারে ছাড়েন। এভাবে হাযারো মানুষের চেষ্টায় অবশেষে সেটি ক্রেতার ব্যবহারে আসে। অথচ সবকিছুর মূলে ছিল আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ। সেজন্যেই আল্লাহ বলেছেন, ‘আমরা তোমাদের উপর পোষাক নাযিল করেছি’ *(আ‘রাফ-মাক্কী ৭/২৬)*। আর তাই আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে পোষাক পরিধান কালে দো‘আ পড়তে হয়।-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلاَ قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ- উচ্চারণ : *আলহাম্দুলিল্লা-হিল্লাযি কাসা-নী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াহ।*

অনুবাদ : ‘যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। যিনি আমার কোন ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন ও এটি প্রদান করেছেন’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এটা পাঠ করে, আল্লাহ তার আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ করে দেন।[১] অর্থাৎ পূর্ণ অনুধাবনের সাথে এই দো‘আ পড়তে হবে।

পোষাকের অন্যতম উৎস হ’ল ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি হালাল গবাদিপশুর চামড়া, লোম ও পশম। যা শীত ও গ্রীষ্ম থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

১. আবুদাঊদ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/৪৩৪৩ ‘পোষাক’ অধ্যায়-২২; ছহীহুল জামে‘ হা/৬০৮৬; রাবী আনাস (রাঃ)।

শীতবস্ত্র হিসাবে পশমী কাপড়, চাদর, শাল ইত্যাদি পরিধান করা হয়। যেসব পশুর খাদ্যের উৎস হ'ল ঘাস-পাতা। যা বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ভূমিতে উৎপন্ন হয়। আল্লাহ বলেন,

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ- وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ-

'আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে করেছেন আবাসস্থল এবং পশুচর্ম দ্বারা তোমাদের জন্য করেছেন তাঁবুর ব্যবস্থা। যা তোমরা সফরকালে সহজে বহন করতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে ব্যবহার করতে পার। আর এগুলির পশম, লোম ও চুল দ্বারা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন গৃহ সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র, কিছু কালের জন্য ভোগ্যবস্তু হিসাবে' *(৮০)*। 'আর আল্লাহ নিজ সৃষ্টির মধ্যে কতকগুলিকে করেছেন ছায়াদার এবং পাহাড় সমূহকে করেছেন তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল। আর তিনি তোমাদের জন্য এক প্রকার পোষাকের ব্যবস্থা করেছেন, যা তোমাদেরকে গ্রীষ্মের খরতাপ হ'তে এবং আরেক প্রকার পোষাক যা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহকে পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা (আল্লাহ্র প্রতি) আত্মসমর্পণ কর' *(নাহল-মাক্কী ১৬/৮০-৮১)*।

পোষাক পরিধানের মূলনীতি সমূহ (مبادئ الارتداء) :

আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، 'তোমরা প্রকাশ্য বা গোপন কোনরূপ অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম-মাক্কী ৬/১৫১)*। উক্ত নির্দেশের আলোকে পোষাক পরিধানের নিম্নোক্ত মূলনীতি সমূহ নির্ধারিত হয়।-

(১) পোষাক ঢিলা হবে। যা দেহকে উত্তমরূপে আবৃত করবে (*আহযাব-মাদানী ৩৩/৫৩, ৫৯*)। (২) দেহের গোপন অঙ্গ সমূহ প্রকট হয়ে উঠবে না *(নূর-মাদানী ২৪/৩১)*। (৩) পোষাক সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হবে *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/২৬)*। (৪) পুরুষ নারীর পোষাক এবং নারী পুরুষের পোষাক পরবে না।[২] (৫) পোষাক অমুসলিম ও বিদ'আতীদের সদৃশ হবে না।[৩] (৬) উত্তম পরিবেশে উত্তম পোষাক পরিধান করবে।[৪] অহেতুক দীনতা প্রদর্শন বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোষাক পরিধান করবে না।[৫]

---

২. আবুদাঊদ হা/৪০৯৮-৯৯; মিশকাত হা/৪৪৬৯-৭০।

৩. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ– (আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়; রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।

৪. مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً، فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ– আবু রাজা (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন ছাহাবী ইমরান ইবনু হুছায়েন (রাঃ) সূতী ও রেশম মিশ্রিত পাড়ের পোষাক পরিহিত অবস্থায় আমাদের সম্মুখে এলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যাকে কোন নে'মত দান করেন, তিনি চান যেন সেই নে'মতের নিদর্শন তার বান্দার উপর পরিলক্ষিত হয়' (আহমাদ হা/১৯৯৪৮; মিশকাত হা/৪৩৭৯)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ– 'আল্লাহ স্বীয় বান্দার উপরে তার নে'মতের নিদর্শন দেখতে ভালোবাসেন' (তিরমিযী হা/২৮১৯; মিশকাত হা/৪৩৫০)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবুল আহওয়াছ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হীন পোষাক (ثَوْب دُون) পরে এসেছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি মাল-সম্পদ নেই? আমি বললাম, আছে। আল্লাহ আমাকে উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, দাস-দাসী সবই দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً، فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ– 'যখন আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দান করেন, তখন তোমার উপরে আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত ও সম্মানের নিদর্শন দেখানো উচিত' *(নাসাঈ হা/৫২২৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪৩৫২)*।

৫. مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ 'যে ব্যক্তি খ্যাতি অর্জনের জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটিকে লোক সমাজে প্রকাশ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ তার সাথে লোক দেখানোর আচরণ করবেন (অর্থাৎ সে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে); বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬; মিশকাত হা/৫৩১৬; 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়; 'প্রদর্শনী ও শ্রুতি' অনুচ্ছেদ; রাবী জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ)। অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, مَعْنَى مَنْ يُرَائِي: مَنْ أَظْهَرَ لِلنَّاسِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لِيَعْظُمَ عِنْدَهُمْ، وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ، يُرَائِي اللهَ بِهِ، أَيْ: يُظْهِرُ سَرِيرَتَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، 'যে ব্যক্তি লোকদের নিকট মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তার সৎকর্ম প্রকাশ করে, অথচ সেটি সেরূপ নয়, আল্লাহ তার গোপন বিষয়টি সকলের সম্মুখে প্রকাশ করে দিবেন' *(মিরক্বাত)*।

(৭) পুরুষের পায়জামা সর্বদা টাখনুর উপরে থাকবে এবং নারীদের থাকবে টাখনুর নীচে।[৬]

বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা : এতে পুরুষ টাখনু ফোলা যকৃতের রোগ থেকে বেঁচে যাবে এবং নারী কোমরে ব্যথা, স্নায়বিক দুর্বলতা ও খিঁচুনী ইত্যাদি রোগ থেকে রক্ষা পাবে *(আধুনিক বিজ্ঞান ১৩৭-১৩৯ পৃ.)*। হাইহিল জুতা বা স্যাণ্ডেল মারাত্মক সব রোগের উৎস। কেননা এটি স্বাভাবিক চলনের বিরোধী। ফলে দেখা দেবে গোড়ালীর ব্যথা, কোমরের ব্যথা ইত্যাদি রোগ *(আধুনিক বিজ্ঞান ২৯১ পৃ.)*।

পুরুষের সতর (ستر الرجل) :

গুপ্তাঙ্গ ও নিতম্ব হ'ল মূল সতর। বাকী রান, নাভী ও হাঁটু সতর হওয়া বিষয়ে বিভিন্ন হাদীছের কারণে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯৫)*। অর্থাৎ মূল সতর ঠিক রেখে বাধ্যগত প্রয়োজনে অন্যান্যগুলি প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে রাসূল (ছাঃ) পুরুষের নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত তাকাতে নিষেধ করেছেন'।[৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন পুরুষ কোন পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোন নারী কোন নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। দু'জন পুরুষ এক কাপড়ের নীচে এবং দু'জন নারী এক কাপড়ের নীচে থাকবে না'।[৮]

---

৬. নাসাঈ হা/৫৩৩১; বুখারী হা/৫৭৮৭; মিশকাত হা/৪৩১৪; বুখারী হা/৫৭৮৮; মুসলিম হা/২০৮৭; মিশকাত হা/৪৩১১-১২।

৭. وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى شَىْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّمَا أَسْفَلُ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ– আহমাদ হা/৬৭৫৬; সনদ হাসান-আরনাঊত্ব; রাবী আমর বিন শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হ'তে।

৮. لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ– মুসলিম হা/৩৩৮; মিশকাত হা/৩১০০ 'বিবাহ' অধ্যায়; রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

নারী ও পুরুষ পরস্পরের জন্য পোষাক স্বরূপ

(الرجال والنساء بعضهم لبعض لباس)

আল্লাহ বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ‘তারা তোমাদের জন্য পোষাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোষাক’ *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/১৮৭)*।

অত্র আয়াতে স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের জন্য পোষাক (لِبَاسٌ) বলা হয়েছে। এর দ্বারা একে অপরের ইয্যতের হেফাযতকারী এবং পরস্পরের হৃদয়ের প্রশান্তি বুঝানো হয়েছে। যেমন পোষাক পরিধানে দেহে স্বস্তি ও প্রশান্তি আসে।

‘পোষাক’ (پوشاک) ফার্সী শব্দ। যার অর্থ আবৃতকারী। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে অতীব নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য। যেমন পোষাক মানুষের জন্য অবিচ্ছেদ্য। আর এতেই মানুষ স্বস্তি পায়। স্বামী-স্ত্রীর এই বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন। যেমন তিনি বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ– ‘আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্যতম হ’ল, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ’তেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীদের, যাতে তোমরা তাদের নিকট স্বস্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন সমূহ রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য’ *(রূম-মাক্কী ৩০/২১)*।

অতএব স্বামী-স্ত্রী সর্বদা পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। বাপ-মায়ের পর তারাই পরস্পরের সর্বাধিক আপনজন। এক্ষণে যদি তারা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করে এবং পরস্পরকে ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করে, তাহ’লে উভয়ে আল্লাহ্র লা‘নতের শিকার হবে। কারণ উভয়ের মাধ্যমেই আল্লাহ মানুষের বংশ রক্ষা করেন ও সন্তান পালন করেন। ফলে উভয়ের

বিচ্ছিন্নতা কিংবা বিরূপ সম্পর্ক সন্তানদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে। যা সার্বিকভাবে সমাজে অশান্তির কারণ হয়। যা আল্লাহ কখনোই চান না।

আজকাল তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পিছনে পারিবারিক অশান্তি অনেকাংশে দায়ী। মনে রাখতে হবে যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহযোগিতা পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক অগ্রগতির চাবিকাঠি। তাই জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম *(জন্ম : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ১৮৯৯, বাকরুদ্ধ ১৯৪২, মৃ. ঢাকা ১৯৭৬ খৃ.)* বলেছেন,

এ বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর ॥
এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু গন্ধ সুনির্মল ॥

('নারী' কবিতা হ'তে)

উত্তম পোষাক

১. পুরুষের জন্য সাদা ঢিলা সূতী পায়জামা-পাঞ্জাবী ও সুন্নাতী দাড়ি। যা নারীদের এবং অমুসলিম ও বিদ'আতীদের পোষাক ও দাড়ি-টুপীর বিপরীত হবে। পুরুষের জন্য পূর্ণ লাল, হলুদ ও রেশমী পোষাক নিষিদ্ধ।

২. নারীদের পোষাক হবে সর্বাঙ্গ আবৃত। বাইরে যাওয়ার সময় হিজাব ও নিক্বাব সহ ঢিলা বোরক্বা পরিধান করবে। যা অমুসলিম ও ফ্যাশনিষ্ট নারীদের সদৃশ হবে না।

الجزء الثاني

الحجاب

২য় ভাগ

পর্দা

নারী ও পুরুষের মধ্যে পর্দা (حجاب بين الرجال والنساء) :

এবিষয়ে সাধারণ মূলনীতি হ'ল, পুরুষ ও নারী উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টি অবনত রাখবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ- وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ، وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوآ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে ভালভাবে খবর রাখেন' *(৩০)*। 'আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে কেবল যেটুকু প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের (মাথা সহ) বুকের উপর ওড়না রাখে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজ পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, নিজেদের বিশ্বস্ত নারী, মালিকানাধীন দাস-দাসী, কামনামুক্ত অধীনস্ত পুরুষ এবং শিশু যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা ব্যতীত। আর তারা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকট হয়ে পড়ে। আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর-মাদানী ২৪/৩০-৩১)*।

আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা (شرح الآيتين) :

(১) ৩০ আয়াতে পুরুষকে নারীর প্রতি এবং ৩১ আয়াতে নারীকে পুরুষের প্রতি দৃষ্টি অবনত রাখতে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পুরুষ সর্বাগ্রে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। (২) উভয়ে স্ব স্ব লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে। (৩) নারী তার মাথা ও বুক সহ সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখবে। (৪) ৩১ আয়াতে বর্ণিত ১২ জন ব্যতীত কারু সামনে নারী তার সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। (৫) নারী এমনভাবে চলবে, যাতে তার গোপন সৌন্দর্য প্রকট না হয়। (৬) নারী-পুরুষ সর্বাবস্থায় আল্লাহমুখী থাকবে (৭) এর ফলে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হবে।

উপরের আয়াত দু'টিতে আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারীকে স্ব স্ব দৃষ্টি সংযত রাখতে বলেছেন। কারণ দৃষ্টি হ'ল হৃদয়ের জানালা। এই জানালা সংযত থাকলে হৃদয় সংযত থাকবে।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ (التحليل العلمي للآيتين) :

বৃটিশ সাইকোলজিক্যাল সোসাইটি (British Psychological Society)-এর অন্যতম সদস্য আলেকজাণ্ডার গর্ডন (Alexander Gordon) বলেন, নারী-পুরুষ উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের চেয়ে পুরুষেরা এগিয়ে। অর্থাৎ কোনো নারীকে প্রথমবার দেখার পর পুরুষের মনে যত দ্রুত আকর্ষণ অনুভূত হয়, নারীর মনে সেটা হয় না' *(দৈনিক ইত্তেফাক ০৭.০৯.২০১০ ইং)*।

প্রথম দেখাতেই মানুষের মন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন, এরূপ আবেগতাড়িত হ'তে সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সময়ই যথেষ্ট। দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ১২টি অংশে এর প্রভাব পড়ে। তখন চার ধরনের প্রভাব হরমোন নিঃসরণের কারণে দেহ-মনে ছড়িয়ে পড়ে *(দৈনিক কালের কণ্ঠ ২৭.১০.২০১০ খৃ.)*। আর এই আকর্ষণ বিনষ্ট হয় কেবলমাত্র আল্লাহ্র ভয়ে। যেমন টয়লেটে প্রবেশের আগে আল্লাহ্র নাম নিলে শয়তান পালায়।[১]

---

১. বুখারী হা/৬৩২২; মুসলিম হা/৩৭৫; মিশকাত হা/৩৩৭ 'পবিত্রতা' অধ্যায়; 'পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ-২; রাবী আনাস (রাঃ)।